কলিকাতা হাইকোর্টে
দেওয়ানি আপিলের এখতিয়ার
(আপিল বিভাগ)

২০২২ সালের এফএমএ ৭৭৮
সঙ্গে রয়েছে
২০২২ সালের আইএ নং ক্যান ১

(ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)

সংরক্ষিত তারিখ: ১৭ আগস্ট, ২০২২
রায় দানের দিন: ১৩. ০৯. ২০২২

জয় কালি অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড .....আবেদন কারী

- বনাম -

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অনান্য ..... প্রতিবাদীগন

উপস্থিতিঃ

শ্রী দিলীপ কুমার সামন্ত,	আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী
শ্রী অমিতেশ ব্যানার্জি	রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী
শ্রী অভিষেক ব্যানার্জী, শ্রীমতি পায়েল ঘোষ,	২ ও ৩ নং প্রতিবাদীর পক্ষে আইনজীবী
শ্রী দেবাশীষ কর্মকার, শ্রী আর্য নন্দী,	১২ নং প্রতিবাদীর পক্ষে আইনজীবী

কোরাম: মাননীয় প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব,
মাননীয় বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ,

রাজর্ষি ভরদ্বাজ, জে:

১। এই আবেদনের মাধ্যমে, ২০১৪-র ডব্লিউপিএ নং ২৮, ০২১ (জয় কালি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড আদারস)-এ গত ০৪. ০৩. ২০২২ তারিখের মহামান্য একক বিচারপতির আদেশ নিয়ে আবেদনকারী/রিট আবেদনকারী প্রশ্ন তুলেছেন।

২। মামলার প্রকৃত তথ্য হল, আবেদনকারী/রিট আবেদনকারী একটি কোম্পানি, যা ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় নথিভুক্ত।প্রতিবাদী ২ নং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (বর্তমানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক) থেকে ঋণ নিয়েছিলেন।

৩। ০৫. ০৪. ২০০৭ তারিখে প্রতিবাদী ৪, যিনি এই ব্যাঙ্কের শাখা ব্যবস্থাপক ছিলেন, তিনি ঋণদানের পরিমাণের আপোষ মীমাংসার সংশোধিত শর্তাবলী সম্পর্কে প্রতিবাদীকে অবহিত করেন।পরবর্তীকালে, এইআরইসি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এই ঋণ গ্রহন করে প্রতিবাদী নং ২-এর কাছ থেকে যে ১২ নম্বর প্রতিবাদী।এই সমঝোতা ব্যর্থ হওয়ায়, ১০. ০১. ২০২১ তারিখে এইআরইসি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড যে হল প্মেরতিবাদী ১২ মেমারি পুলিশ স্টেশনের সহায়তায় ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে প্রতিবাদীর সম্পত্তির প্রকৃত দখল নেয়।পূর্ব বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সারফেসি (সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট) আইন, ২০০২-এর ১৪ নম্বর ধারার যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, এবংর প্রতিবাদী ৯ নম্বর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পুরো ঘটনাটি ঘটে।

৪। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রত্যর্থী নং ৫ হিসেবে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্রত্যর্থী নং ৯-এর সম্পত্তি দখলের যে আদেশ হয়েছে, তাকে এই আদালতের মহামান্য একক বিচারপতির সামনে চ্যালেঞ্জ করেছে আবেদনকারী।

৫। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কৌঁসুলিদের যুক্তি ও যুক্তি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে মহামান্য একক বিচারপতির রায় দেন যে, সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৪-এর অধীনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এফএমএ ৭৮ এর ক্ষমতা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া যেতে পারে কিনা তা একাডেমিক প্রকৃতির, যেহেতু ধারা ১৪-এর উপ-ধারা (২) সংশোধন করা হয়েছে এবং রিট পিটিশনটি খারিজ করা হয়েছে।

৬। মহামান্য একক বিচারপতির প্রদত্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারী তাৎক্ষণিক আপিল দায়ের করেছেন।তাই এই মাননীয় আদালতের সামনে যে প্রশ্নটি রয়েছে তা হ'ল –

> ক.. ২০০২ সালের সার্ফেসি আইনের ১৪ নম্বর ধারার আওতায় প্রতিবাদী পক্ষের সম্পত্তি দখলের ক্ষমতা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিবাদী ৫

কর্তৃক জারি করা মেমো এবং ১২ নম্বর প্রতিবাদীর সম্পত্তি দখলের জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ আবেদন কারির দ্বারা কি বেআইনি ও অবৈধ?

৭। ২০১৪ সালের ২৪শে জুলাই স্বস্ত্যন এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আনর বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য [২০১৩-র ডব্লিউ পি নং ৩৭৯ (ডব্লিউ)] মামলায় এই আদালতের একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত একটি অপ্রকাশিত রায়ের উপর ভিত্তি করে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবীরা বলেন যে, ২০০২-এর সারফেসি আইনের ১৪ নং ধারা অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না।একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিতে পারেন না।সুতরাং, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে আপীলকারীর সম্পত্তি দখলের ক্ষমতা অর্পণের আদেশ অবৈধ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উভয়ের আদেশ বাতিল করার জন্য, সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এই ধরনের সম্পত্তির প্রকৃত দখল আপিল কারীর কাছে পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৮। পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনেছি এবং মহামান্য একক বিচারপতির আদেশের নথিপত্র পর্যালোচনা করেছি। ২০২২ সালের এস সি সি অনলাইন এস সি ৯২১-এ মেসার্স আর ডি জৈন অ্যান্ড কোম্পানি বনাম ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং অন্যান্য-এ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, ২০২২ সালের এফএমএ ৭৭৮-এর ধারা ১৪-র উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সি এম এম) কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি নন। সারফেসি আইনের ১৪ নম্বর ধারায় ‘জেলা ম্যাজিস্ট্রেট’ এবং ‘চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট’ অভিব্যক্তিটির অর্থ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট। সুতারাং সারফেসি আইনের ১৪ধারার অধীনে ক্ষমতাগুলি এখতিয়ারযুক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যারা অন্যথায় প্রতিনিধিদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সমান ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। এবং/অথবা বিশেষ অর্ডার।

৯। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বনাম ডি বিশালাক্ষী মামলায় (২০১৯) ২০ এসসিসি ৪৭-এ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৪ নম্বর ধারা আদালতের এক্তিয়ারের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ঋণ গ্রহীতার দেওয়া সিকিউরিটি ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণদাতার কাছে এটি একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। অনুমোদিত আধিকারিক মূলত প্রশাসনিক বা কার্যনির্বাহী কাজকর্ম পরিচালনা করেন, যাতে সুরক্ষিত ঋণদাতাদের প্রাপ্য বকেয়া আদায়ের গতি ত্বরান্বিত করার অন্তর্নিহিত আইনি উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতাদের সহায়তা প্রদান করা যায়। সর্বোপরি, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ আধা-বিচার বিভাগীয় দায়িত্বের রঙ নিতে পারে, যা এমনকি তা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটও পালন করতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির উত্থাপিত বিতর্কিত বিষয়গুলির বিচার করবেন বলে আশা করা যায় না, তবে সেকশন ১৪-এর প্রথম শর্তাবলীতে উল্লিখিত

সম্মতি যাচাই করবেন এবং এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সুরক্ষিত সম্পদগুলির দখল গ্রহণের সুবিধার্থে একটি আদেশ জারি করবেন। সারফেসি আইনের ১৪ (১) ধারার আওতায় লিখিত আবেদন সুরক্ষিত পাওনাদারের থেকে পাওয়ার পর সিএমএম/ডিএম-কে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ধরণের আবেদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ২০২২ সালের এফএমএ ৭৭৮-এর পর সিএমএম/ডিএম একটি নির্দেশ জারি করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সারফেসি আইনের ১৪ (১) ধারার শর্তাবলীতে উল্লিখিত সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা সমস্ত দিক যাচাই করা এবং এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর, সুরক্ষিত সম্পদ এবং নথিগুলি দখল করা এবং যত দ্রুত সম্ভব সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে প্রেরণ করা। এটাই এই বিশেষ আইনটির মূল ভাবনা। সিএমএম/জেলাশাসকের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সম্পত্তি ও নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এবং একটি মন্ত্রীপর্যায়ের পদক্ষেপ। এটি সিএমএম/ডিএম নিজে বা তার অধীনস্থ কোনও আধিকারিকের মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে। ধারা ১৪-এ সিএমএম/ডিএম-কে ব্যক্তিগতভাবে যেতে এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি দখল করতে বাধ্য করা হয়নি, যা এমনকি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা খালাস করা যেতে পারে যেমন এই ক্ষেত্রে করা হয়।

৯। সুতরাং, মহামান্য একক বিচারপতির আদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনও যুক্তি নেই। পূর্ববর্তী কারণগুলির জন্য, আপীলটি কোনও যোগ্যতা আছে বলে প্রমাণিত হয় এবং তদনুসারে খারিজ করা হয়।

(প্রকাশ শ্রীবাস্তব), প্রধান বিচারপতি

(রাজর্ষি ভরদ্বাজ), বিচারপতি

কোলকাতা
১৩. ০৯. ২০২২

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.